আল কুরআন সিরিজ-০১

রিফ্লেকশন ফ্রম সূরা ইউসুফ

ড. মিজানুর রহমান আজহারি

বই সম্পর্কে

ফিলিস্তিনের কানআনের এক মরুপল্লির মেষপালক পরিবারের বুদ্ধিদীপ্ত কিশোর 'ইউসুফ' আলাইহিস সালাম। হিংসুটে ভাইয়েরা প্রচণ্ড ঈর্ষাকাতর হয়ে তাঁকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। অন্যদিকে আজিজে মিশরের স্ত্রী নৈতিক পদস্খলনের নীলনকশা এঁকেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। চেয়েছিল জেলখানার অন্ধ কুঠরিতে তাঁর জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দিতে। অবশেষে সেই তিনিই জীবনের নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আসমানি ফয়সালায় পার্থিব উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নবি ইউসুফ আলাইহিস সালাম ছিলেন কারিম ইবনে কারিম—হার না মানা এক তেজোদীপ্ত মানব, বিশুদ্ধচিত্ত ও চারিত্রিক দৃঢ়তার আর্কিটাইপ। যুগ যুগ ধরে প্রতিটি মুসলিম নওজোয়ানের প্রেরণার বাতিঘর। অন্ধকূপের অন্দরে ইসমে আজমের তাসবিহ জপে, শয়তানি হাতছানিকে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করে, ধৈর্য আর বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তিনি তৎকালীন পরাশক্তি, প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিশরের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। একই সাথে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন হিংসুটে ভাইদের অনুযোগহীন ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে। আকাশসম হৃদয়ের ব্যাপ্তি দেখিয়েছিলেন বিশ্ববাসীকে। দেখিয়েছিলেন নৈতিক মূল্যবোধের বিরল নজির এবং অনুসরণীয় লিডারশিপের কারিশমা। তাঁর জীবনপ্রবাহের নানা দিক নিয়েই এই কুরআনিক উপাখ্যান—*রিফ্লেকশন ফ্রম সূরা ইউসুফ*।

রিফ্লেকশন
ফ্রম
সূরা ইউসুফ

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

ভূমিকা	১৩
জেনারেল ওভারভিউ অব দ্যা সূরা	১৭
ইউসুফ (আ.)-এর পরিচয়	২৫
কী ঘটেছিল আল্লাহর নবি ইউসুফ (আ.)-এর জীবনে	২৮
সূরার সূচনা কথা	৩৭
ইউসুফ (আ.)-এর শৈশবকাল	৪৭
ইউসুফ (আ.)-এর যৌবন	৬৮
জেলখানায় ইউসুফ (আ.)	৮৮
বাদশার স্বপ্ন দেখা	৯৯
প্রৌঢ় বয়সের কাহিনি	১১২
ভাইদের দ্বিতীয়বার মিশর আগমন	১১৯
পরিবারের সাথে পুনর্মিলন	১৪৩
উপসংহার	১৪৯
লাইফ লেসন	১৫৬

জেনারেল ওভারভিউ অব দ্যা সূরা

সূরা ইউসুফ কুরআন মাজিদের ১২তম সূরা। এর আয়াতসংখ্যা ১১১টি। এ সূরাটি কুরআনের দুটি পারায় অবস্থিত। ১২ পারায় কিছু অংশ এবং কিছু অংশ ১৩ পারায়। এটি একটি মাক্কি সূরা। মুফাসসিরগণ একমত, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

১১১ আয়াতবিশিষ্ট সূরাটিকে আমরা পাঁচটি অংশে ভাগ করতে পারি। শুরুর তিন আয়াত মূল ঘটনার একটি ভূমিকাবিশেষ। শেষের ১০ আয়াত ঘটনার পরিশিষ্ট। আর মাঝের আয়াতগুলোতে বিবৃত হয়েছে ইউসুফ (আ.)-এর জীবনকাহিনি।

আয়াত	আলোচনার বিষয়বস্তু
১ থেকে ৩	সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
৪ থেকে ২১	ইউসুফ (আ.)-এর শৈশব
২২ থেকে ৫৩	ইউসুফ (আ.) কৈশোর ও যৌবনের ঘটনাসমূহ
৫৪ থেকে ৯৮	পূর্ণ বয়সে ইউসুফ (আ.)-এর জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহ
৯৯ থেকে ১০১	পরিবারের সাথে পুনর্মিলন
১০২ থেকে ১১১	উপসংহার বা পরিশিষ্ট

সূরা ইউসুফ নাজিলের প্রেক্ষাপট

এ সূরা নাজিলের প্রেক্ষাপটের ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায় :

এক. মক্কার কুরাইশরা আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস করেছিল—'হে মুহাম্মাদ! তুমি যে দাবি করো তোমার কাছে ওহি আসে, তুমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল,

তোমার কাছে আমাদের প্রশ্ন—আমরা জানি, বনি ইসরাইল থাকত কানআনে অর্থাৎ, শাম দেশে, যা বর্তমান ফিলিস্তিন ও ইজরাইল সীমান্তে অবস্থিত। তারা মিশরে কীভাবে এলো? এটা যদি তুমি বলতে পারো, তাহলে বুঝব তুমি সত্য নবি।'

আবার কেউ কেউ জিজ্ঞেস করল—'আমরা জানি, ইউসুফ ও তাঁর পিতা ইয়াকুব ছিলেন কানআনের অধিবাসী অর্থাৎ, শাম দেশের অধিবাসী। আমাদের তুমি বলো, তাঁরা কানআন থেকে মিশরে কীভাবে গেল?'

তাদের এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তায়ালা সূরা ইউসুফ নাজিল করলেন।

ইউসুফ (আ.) কীভাবে শাম থেকে কানআনে এবং সেখান থেকে মিশরে গেলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর পুরো পরিবার কী করে মিশরে পৌঁছাল, কীভাবে হলো মিশরকেন্দ্রিক বনি ইসরাইলের উত্থান—এর সবকিছুর বিবরণ দিয়েই আল্লাহ তায়ালা সূরা ইউসুফ নাজিল করলেন।

মূলত তাদের প্রশ্নের উত্তরে ইউসুফ ও ইয়াকুব (আ.)-এর পরিবারের প্রকৃত ঘটনা সবিস্তারে ওহি মারফত ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে বর্ণনা করে শোনান, যা ছিল রাসূল (সা.)-এর জন্য নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুজিজা।

দুই. দ্বিতীয় মতটি *সহিহ ইবনে হিব্বান*-এ এসেছে। সাহাবিরা নবিজিকে জিজ্ঞেস করলেন—

> 'হে রাসূলাল্লাহ (সা.)! আপনি তো আল্লাহর কাছ থেকে অনেক ওহি পেয়ে থাকেন। কুরআনের অনেক আয়াত নাজিল হয়েছে আপনার ওপর। নাজিল হয়েছে অনেক সূরাও। এ পর্যন্ত নাজিল হওয়া বেশির ভাগ সূরাতেই তাওহিদ, আখিরাত, কিয়ামত দিবসের বিভীষিকাময় পরিস্থিতি এবং জান্নাত-জাহান্নামের কথা বলা হয়েছে। তবে এসব সূরায় ঘটনা খুব একটা নাজিল হয়নি। আপনি আল্লাহর কাছ থেকে যদি চমৎকার কোনো গল্প আমাদের শোনাতেন, তাহলে খুব ভালো লাগত। সাহাবিদের এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা নাজিল করলেন সূরা ইউসুফ।'

সূরা ইউসুফ নাজিলের সময়কাল

আমরা সূরা ইউসুফ নাজিলের দুটি প্রেক্ষাপট জানলাম। এবার জানব, সূরা ইউসুফ কখন নাজিল হয়েছিল?

মাক্কি জিন্দেগির একেবারে শেষ দিকে যেসব সূরা নাজিল হয়েছিল, তন্মধ্যে সূরা ইউসুফ অন্যতম। রাসূল (সা.)-কে মানসিকভাবে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে মাক্কি যুগের শেষ দিকে এ সূরাটি নাজিল হয়।

এ সময়টাতে রাসূল (সা.) মানসিকভাবে খুব বেশি বিপর্যস্ত ছিলেন! কারণ, এ সময়ে তাঁর জীবনে ঘটেছিল তিনটি মর্মান্তিক ঘটনা, যা সামলে নেওয়া ছিল তাঁর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর!

এক

আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর প্রিয়তম চাচা আবু তালিবের ইন্তেকাল। যিনি রাসূল (সা.)-কে মক্কায় রাজনৈতিক সুরক্ষা দিতেন।

জাহেলি আরবে সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ কালচার প্রচলিত ছিল। এটিকে তারা 'আমান' নামে অভিহিত করত। গোত্রের কেউ কাউকে আমান বা সুরক্ষা দিলে অন্য সবাই তা মেনে নিত। নিশ্চিত করত তার সুরক্ষা।

রাসূল (সা.)-এর দাওয়াতি তৎপরতা থামানোর জন্য তাঁর বিরুদ্ধে যেহেতু সবাই উঠেপড়ে লেগেছিল, সেহেতু মক্কার সবাই হয়ে পড়েছিল তাঁর ঘোর শত্রু। তাই রাজনৈতিকভাবে তাঁর জীবনের সুরক্ষা ছিল অত্যন্ত জরুরি। নবিজির প্রিয়তম চাচা আবু তালিবই তাঁকে এ রাজনৈতিক সুরক্ষা প্রদান করতেন। তার মৃত্যুতে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন রাসূল (সা.)। কষ্টে তাঁর হৃদয়টা হয়ে উঠল ব্যথাতুর; এমনকি মানসিকভাবেও তিনি কিছুটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন!

দুই

এর কয়েক মাস পরই রাসূল (সা.)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা (রা.) ইন্তেকাল করলেন। তিনি নবিজিকে ফিনান্সিয়ালি সাপোর্ট দিতেন। করতেন আর্থিক ও মানসিক সহযোগিতা। মক্কায় রাসূল (সা.) সংকটের সময়ে

খাদিজা (রা.) পাথরের মতো শক্ত হয়ে তাঁকে সাহস জুগিয়েছেন। রাসূল (সা.) বলতেন—'খাদিজা আমার দুঃসময়ের সহযাত্রী।' তাই প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা (রা.)-এর বিদায়ে রাসূল (সা.) মানসিকভাবে কিছুটা ভেঙে পড়েন।

এ দুটি বড়ো ঘটনার পর রাসূল (সা.) মক্কায় নিরাপত্তা ঝুঁকি অনুভব করলেন। কারণ, আবু তালিব ও খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পর কুরাইশরা অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা আগের চেয়ে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা নিজের জীবন রক্ষায় হিজরত করে পাড়ি জমিয়েছে আবিসিনিয়ায়। হাতে গোনা অল্প কিছু মুসলমান কেবল থেকে যায় মক্কায়।

তিন

কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা দিনদিন বাড়তেই থাকে। মক্কার নিরাপদ নগরী নবিজির জন্য অনিরাপদ হয়ে উঠতে থাকে প্রতিনিয়ত। তিনি একটু আশ্রয়ের জন্য মক্কার পার্শ্ববর্তী তায়েফ শহরকে বেছে নেন। তাওহিদের বাণী পৌঁছে দিতে এবং নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় তিনি পাড়ি জমান তায়েফে।

তায়েফের লোকজন আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে সাদরে গ্রহণ করেনি। তারা তাঁর দাওয়াতকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এ সময় বেশ কয়েকটি স্থানে তিনি শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। প্রস্তরাঘাতে তাঁর গা থেকে ঝরে পড়ে টকটকে লাল তাজা রক্ত। এহেন পরিস্থিতিতে তিনি তায়েফ থেকে আবারও মক্কায় ফিরে আসেন।

মাত্র অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে তিন তিনটি বড়ো ঘটনা ঘটেছে। এক. আবু তালিবের ইন্তেকাল। ফলে মক্কায় তিনি আর রাজনৈতিক সুরক্ষা পাচ্ছেন না। দুই. প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকাল। ফলে মানসিকভাবে শক্তি জোগানোর আর কাউকে পাচ্ছেন না তিনি। তিন. তায়েফে গিয়েও ফিরে আসতে হলো তায়েফবাসীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ও নির্যাতিত হয়ে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই দুর্দশার সময়ে তাঁকে অনুপ্রেরণা দিতে, মনে সাহস জোগাতে, তাঁকে মানসিকভাবে আরও উজ্জীবিত করে তুলতে আল্লাহ তায়ালা সূরা ইউসুফ নাজিল করেন, যাতে সূরা ইউসুফের ঘটনা শুনে তিনি মানসিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। সেইসাথে তাঁর মনোবলও বৃদ্ধি পায়।

ইউসুফ (আ.) যেভাবে একেবারে বিপর্যস্ত অবস্থায় কানআন থেকে মিশরে গিয়েছিলেন—দাস থেকে হয়েছিলেন রাজা। অন্ধকূপ থেকে হয়েছিলেন প্রাসাদের অধিকারী। তাঁকে এসবের অধিকারী করেছিলেন আল্লাহ তায়ালা। এ ঘটনা শুনে নবিজি আশ্বস্ত হলেন। মানসিকভাবে স্বস্তি পেতে লাগলেন। পুনরায় দাওয়াতি মিশনে মনোনিবেশ করলেন নবোদ্যমে।

সূরা ইউসুফের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

সূরা ইউসুফে মূলত ইউসুফ (আ.)-এর হৃদয়ছোঁয়া সংগ্রামী জীবন আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন তথা তিনি কোত্থেকে কোথায় মাইগ্রেট করেছেন? তাঁর পুরো জীবনপরিক্রমাতে কী কী ঘটেছে—এসব নিয়েই মূলত আল্লাহ তায়ালা সূরা ইউসুফে আলোচনা করেছেন। অতএব, সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি, এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে ইউসুফ (আ.)-এর বর্ণাঢ্য জীবনপরিক্রমা।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, সূরা ইউসুফ ছাড়া অন্য কোনো সূরায় আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নিয়ে সামান্য আলোচনাও করেননি। কেবল সূরা আনআম ও সূরা গাফিরে একবার করে আল্লাহ তায়ালা কেবল তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর জীবনের কোনো ঘটনা আলোকপাত করেননি। আমরা যদি মুসা (আ.)-এর ঘটনা দেখি, বিভিন্ন সূরায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর কথা আলোচনা করেছেন। ইবরাহিম (আ.)-এর ঘটনাও আলোচিত হয়েছে অনেক সূরায়। নুহ (আ.)-এর ঘটনা একাধিক সূরায় আলোচিত হয়েছে। কিন্তু ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা আলোচিত হয়েছে শুধুই সূরা ইউসুফে।

তা ছাড়া কোনো নবির জীবনী আল্লাহ তায়ালা ধারাবাহিকভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও বর্ণনা করেননি। আমরা লক্ষ করলেই দেখতে পাব, সূরা ত্ব-হায় দীর্ঘ ৬ থেকে ৭ পৃষ্ঠাব্যাপী আল্লাহ তায়ালা নবি মুসা (আ.)-এর জীবনী আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর জীবন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আলোচনা করেননি। আলোচনা শুরু করেছেন তাঁর যৌবনকাল দিয়ে। মাদায়েন থেকে তাঁর মিশর যাত্রার ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে।

কিন্তু সূরা ইউসুফ এর ব্যতিক্রম। এতে আল্লাহ তায়ালা ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। ইউসুফ (আ.)-এর শৈশব, কৈশোর ও যৌবন থেকে নিয়ে বর্ণাঢ্য